শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ২৪-৩১ পদ

আমরা আদিপুস্তক ১ অধ্যায় থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যের বিবরণ থেকে শিখছি আজ আমরা ৬ষ্ঠ দিনের সৃষ্টি সম্বন্ধে শিখব।

আদিপুস্তক ১.২৪-৩১ পদের বর্ণনা অনুসারে, ৬ষ্ঠ দিনের শুরুতে ঈশ্বর মাটিতে চলাফেরা করে এমন বিভিন্ন পশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু সৃষ্টি করেন। এর পূর্বে, আমরা দেখেছি, এই পৃথিবী ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য ঈশ্বর দুই ধরনের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেছিলেন। প্রথম ধরনের সৃষ্টিকার্যে, প্রথম ৩দিনে ঈশ্বর পৃথকীকরণের কাজ করেন --- (১) ১ম দিনে, আলো ও অন্ধকারকে পৃথক করেন;(২) ২য় দিনে, উপরের জল ও নিচের জলকে পৃথক করেন, যার ফলস্বরূপ বায়ুস্তর সৃষ্টি হয়;এবং (৩) ৩য় দিনে, নিচের জলকে মাটি থেকে পৃথক করেন ও মাটিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। শেষ ৩দিন ঈশ্বর পূর্ণতা আনয়নের কাজ করেন --- ৪র্থ দিনে, দিন ও রাতের আকাশকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রে পূর্ণ করেন;(৫) ৫ম দিনে, ঈশ্বর জলে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও আকাশে বিভিন্ন ধরনের পাখিতে পরিপূর্ণ করেন;(৬) ৬ষ্ঠ দিনে, ঈশ্বর মাটিকে বিভিন্ন পশু বা সরীসৃপে পূর্ণ করেন।

৬ষ্ঠ দিনে ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীদের মাটি থেকে উৎপন্ন করেন (১.২৪ পদ), ঠিক যেভাবে মানুষকে তিনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন (২.৭ পদ)। এই কারণেই মানুষ ও প্রাণীদের দেহ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায় (উপদেশক ৩.১৯-২০)। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্যকে আমরা যেন কখনও উপেক্ষা না করি;অন্যান্য প্রাণীদের (সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন!) কখনও মানুষের সঙ্গে সমান পর্যায়ে না ফেলি। কারণ, একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ২৫ পদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, গ্রাম্যপশু বা বন্যপশু বা সরীসৃপদের নিজের নিজের জাতি অনুসারে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এই কথার অর্থ গরুকে গরুর মত, বাঘকে বাঘের মত, টিকটিকিকে টিকটিকির মত করে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কেবল মানুষের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এমন কি স্বর্গদূতেরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নয়! মানুষের সৃষ্টি অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক। মানুষের সৃষ্টির কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি এবার আমরা দৃষ্টি দেব।

১। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের ৩ ব্যক্তিসত্ত্বার *(Personhood)* মধ্যে পরামর্শ

৬ষ্ঠ দিন তথা সৃষ্টির চূড়ান্ত সৃষ্টির বর্ণনা ২৬-২৮ পদে করা হয়েছে। ২৬ পদের শুরুতেই আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হই, যা এর আগে অন্য কোন বিষয় সৃষ্টির আগে আমরা দেখতে পাইনি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হোল, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির আগে "পরামর্শ" করলেন, "এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণকরি।" এ হোল ত্রিত্ব-ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (অনেকে একে স্বর্গদূতদের সঙ্গে ঈশ্বরের পরামর্শ বলে ভুল করে। আমরা সর্বদা মনে রাখব, মানুষ যদি স্বর্গদূতদের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হত; তাহলে, স্বর্গদূতেরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হত)। এক ঈশ্বরের ৩ ব্যক্তি --- পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর --- একসঙ্গে পরামর্শ করে নিজেদের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর বিশেষ মনোযোগ দিলেন।

২। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট

স্বর্গদূত বা অন্যান্য প্রাণীরা না পারলেও, মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। কারণ, ঈশ্বর কেবল আমাদের চিন্তা করার জন্য মন, বা অনুভব করার জন্য আবেগ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইচ্ছা দেননি -- তিনি আমাদের নিজের প্রমিূর্তিতে সৃষ্টি করায়, আমরা তাঁর কাছ থেকে এক অভ্যন্তরীণ আত্মিক প্রকৃতি পেয়েছি। এর দ্বারা আমরা তাঁকে জানতে পারি ও তাঁর আরাধনা করতে পারি। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ার অর্থকে

ওয়েস্টমিন্স্টার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের ১০ নম্বর প্রশ্নোত্তরে, এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে -- "প্রশ্ন -- ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন? উত্তর -- ঈশ্বর তাঁর নিজের সাদৃশ্যে, জ্ঞান, ধার্মিকতায়, এবং পবিত্রতায়, সকল প্রাণীর উপর কর্তৃত্বভার দিয়ে মানুষকে নর ও নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন।"

ঈশ্বরের জ্ঞানে সৃষ্ট হওয়ায়, প্রথম মানুষ জগৎ ও নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রকাশকে উপলব্ধি করার যোগ্য ছিল। তাই, আদম সমস্ত প্রাণীদের সঠিক নামকরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। এইভাবে ঐশ্বরিক সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতার অধিকারী মানুষকে আমরা এক অর্থে ভাববাদী হিসাবে চিন্তা করতে পারি। আবার ঈশ্বরের পবিত্রতায় সৃষ্ট হওয়ায়, প্রথম মানুষ প্রভুর উদ্দেশে পৃথকীকৃত হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ সে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পেরেছিল। এমন হৃদয়ের আনুগত্যের দ্বারা সে এক অর্থে ঈশ্বর আরাধনাকারী যাজক ছিল। আবার ঈশ্বরের ধার্মিকতায় সৃষ্ট হওয়ায়, প্রথম মানুষ ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বাধ্যতার মাধ্যমে একজন রাজা ছিল। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, পাপে পতনের দ্বারা প্রথম মানুষ, এবং তার দ্বারা এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে দূষিত, কলুষিত ও বিকৃত করেছে (ইফিষীয় ৪.১৮-১৯), যার ফলস্বরূপ, সে প্রকৃত ভাববাদী, যাজক ও রাজার কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা বিশ্বাসীরা ক্রমশ নবীকরণ কার্যের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হয় (ইফিষীয় ৪.২০-২৪; ২ পিতর ১.৪; কলসীয় ৩.৯-১০)। যীশু খ্রীস্ট হলেন ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। তাই, আমরা যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা ক্রমশ তাঁর ন্যায় হতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীর মাটিতে আমরা যতদিন থাকি, শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের জীবনে এই পবিত্রীকরণের কাজ চলে। শেষে তিনি যখন দ্বিতীয়বারের জন্য আসবেন, তখন আমরা তাঁর সমরূপ হব (১ যোহন ৩.১-২)।

৩। পৃথিবীর উপর আধিপত্য করার জন্য মানুষের সৃষ্টি

পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের উপর ঈশ্বর মানুষকে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ২৬ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, মানুষ "সমুদ্রের মৎসদের উপরে, আকাশে পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।" আবার ২৮ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, "ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, ও পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎসদের উপরে, . . . কর্তৃত্ব কর।" অর্থাৎ পৃথিবীর উপর মানুষের কর্তৃত্বদানের ঘটনাকে দু-বার বলার দ্বারা, এর গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। আদম ও হবা ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর প্রথম কর্তৃত্ব করেছে (গীত ৮.৬-৮)। গীত ১১৫.১৬ পদেও এমন কথা বলা হয়েছে, **"স্বর্গ একমাত্র প্রভু সদাপ্রভুর আবাস, কিন্তু এই পৃথিবীর উপর তিনি মানব সন্তানদের অধিকার দিলেন।"** এখানে কর্তৃত্ব করার অর্থ নিজের প্রয়োজনে ঐসকল বিষয়ের যথেচ্ছ অপব্যবহার নয়। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে ঐসকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান তথা যত্ন করা। আদম প্রথমে তাই করেছিল, কিন্তু পাপে পতিত হবার পর থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের এই কর্তৃত্বকে কলুষিত করেছে। যার ফলস্বরূপ, মানুষ এখন পরিবেশ রক্ষার পরিবর্তে নিজের প্রয়োজনে পরিবেশ-দূষণকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। প্রথম মানুষ পাপে পতনের দ্বারা যে অধিকার হারিয়েছিল বা বিকৃত করেছিল, দ্বিতীয় ও শেষ আদম (১ করি ১৫.৪৫) তা আবার কায়েম করেন (লুক ৫.১-৭; যোহন ২১.৩-৭; মার্ক ১.১৩; ১১.৩-৭)। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার সময় তিনি পাপ ও মৃত্যুকেও পরাস্ত করেন, যার ফলস্বরূপ, তাঁর মাধ্যমে বিশ্বাসীরা 'জীবনে রাজত্ব' করার সুযোগ ফিরে পেয়েছে (রোমীয় ৫.১৭)। খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা এই অধিকারের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার ঘটবে (ইব্রীয় ২.৫)

আবার অন্যদিকে, ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেওয়ায়, আমরা কখনও পার্থিব কোন বিষয়কে আমাদের আরাধনার বিষয় করতে পারি না। প্রাকৃতিক বিষয়ের শক্তি যত বেশি হোক না কেন, আমরা কখনও তাদেরকে আমাদের আরাধনার আসনে বসাব না। কেবল ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আরাধনার ব্যক্তি। কিন্তু পাপে পতনের দ্বারা মানুষ এ বিষয়েও বাধ্যতা

সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বর আরাধনার পরিবর্তে ক্ষয়ণীয় মনুষ্য ও পক্ষী ও চতুষ্পদ ও সরীসৃপের মূর্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতিকে আরাধনার আসনে বসিয়েছে (রোমীয় ১.২৩) একমাত্র পাপের ক্ষমা পাবার পর আমরা প্রকৃত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে, কেবল তাঁরই আরাধনা করতে পারি।

৪। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার আরাধনা, প্রশংসা ও গৌরব করতে পারে

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায় আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি, তাঁর সম্মুখে হাঁটু গাড়তে পারি, তাঁর কাছে নিজেদের নত-নম্র করতে পারি, তার কাছে আমরা আমাদের পাপসকল স্বীকার করতে পারি, ক্ষমা পেতে পারি, তাঁর গৌরব করতে পারি। তাই, আমরা সেই প্রাচীনদের সঙ্গে প্রণিপাতকরে বলি, **"হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কারণ, তুমিই সকলের সৃষ্টি করেছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হয়েছে"** (প্রকা ৪.১১)।

এ বিষয়ে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিকে সম্মান না- করি, তাহলে, আমরা সৃষ্টির ঈশ্বরকেও সম্মান করতে পারব না। তাই, আমরা অন্যান্য মানুষ, যারাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, তাদের সমাদর করব;সৃষ্টিকে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করব ও তাকে ঈশ্বরের গৌরবার্থে মূল্যবান সম্পদের মত রক্ষা করব ও বিনিয়োগ করব।

ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য ৬ দিনে শেষ হয়েছিল। সৃষ্টি শেষ করে, ঈশ্বর যখন নিজের নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তিনি দেখলেন, সে সকলই উত্তম (৩১ পদ)। এর পূর্বেও তিনি তাঁর বিভিন্ন দিনের সৃষ্টিকেও সুন্দর দেখেছিলেন (৪,১০,১২,১৮,২১,২৫)। ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই উত্তম হওয়ায় পুরাতন ও নতুন, উভয় নিয়মেই আমাদের তা ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে (গীত ১০৪.২৪;১ তীম ৪.৩-৫)। এই কাজ করতে ঈশ্বর আমাদের একটি সম্পর্ককে দেখিয়ে দিয়েছেন। আদি ১.২৯-৩০ পদে মানুষের খাদ্যের জন্য বিভিন্ন গাছপালার কথা ও প্রাণীদের খাদ্যের জন্য বিভিন্ন গাছের কথা বলা হয়েছে। মহাপ্লাবন পর্যন্ত আদম ও সৃষ্ট প্রাণীরা নিরামিষভোজী ছিল (আদি ১.২৯-৩০; ৯.১৪-১৫)। ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল, ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনার দ্বারা তা পবিত্রীকৃত হয় (১ তীম ৪.৪-৫)। ঈশ্বর আমাদের ভোগার্থে সকলই যোগাইয়া দেন (১ তীম ৬.১৭)। যিশাইয় ১১.৭ পদে আবার এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে যখন খ্রীস্টের রাজত্ব স্থাপিত হবে, তখন মাংসাসী প্রাণীরাও শাকাহারীতে পরিণত হবে।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও যা সুন্দর, এমন সুন্দর সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপথে পরিচালিত হয়ে আমরা সেই বিশেষ অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। তা ফিরে পেতে অযোগ্য আমাদের জন্য যীশু খ্রীস্ট নিজের জীবন দিয়েছেন। আমরা কি তাঁকে বিশ্বাস করে, সেই বিশেষ অধিকার পুনরায় গ্রহণ করব না? আসুন, যীশুকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করে ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন যাপন করি। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করায়, আমরা তাঁর গৌরব করতে পারি। আসুন, এই বিশেষ অধিকারের সঠিক প্রায়াগ করি। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে তাঁর সমাদর, প্রশংসা, গৌরব ও আরাধনা করি।